সম্পাদকীয় ।। জাল সনদে বেতন নেওয়া শিক্ষকদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে

শিক্ষা জাতীর মেরুদণ্ড, একটি জাতির ভিত্তি বলা হয়। শিক্ষকদের নৈতিকতা, সততা ও আদর্শই শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গঠনের মূলে থাকে।

সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ পাঁচ শিক্ষক দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে জাল বিএড সনদ ব্যবহার করে অতিরিক্ত বেতন গ্রহণ করেছেন। এ খবর শুধু দুঃখজনকই নয়, বরং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ও সম্মানকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এবং একই সঙ্গে সরকারি টাকা আত্মসাতের মধ্যে ফৌজদারী অপরাধও বটে। যা চাকরিবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

২০১৯ সালে বিদ্যালয়টি এমপিভুক্ত হওয়ার পর থেকেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ব্যবহার করে জাল সনদ দেখিয়ে তারা উচ্চতর স্কেলে বেতন গ্রহণ করে আসছেন। অথচ বাস্তবে তারা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যশোর কেন্দ্র থেকে এখনো বিএড অধ্যয়নরত এবং মাত্র প্রথম সেমিস্টার শেষ করেছেন। এই তথ্য নিজেই প্রমাণ করে তারা সুস্পষ্ট প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সরকারি তহবিল থেকে প্রায় ১২ থেকে ১৪ লাখ টাকা অতিরিক্ত অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।

অধিকতর উদ্বেগজনক হলো, বিদ্যালয়ের আরেক সহকারী শিক্ষক আখি তারা খাতুন জাল সনদ দিয়ে চাকরি নেওয়ার অপরাধে জেল খেটে এসেছেন, তবুও হাজিরা ছাড়া তাকে বেতন প্রদান করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষকের পদে থেকে এ ধরনের অনিয়মে সমর্থন দেওয়া কেবল নৈতিক অধঃপতন নয়, বরং প্রশাসনিক ক্ষমতার স্পষ্ট অপব্যবহার।

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যখন শিক্ষকই অনিয়মের মাধ্যমে সুবিধা গ্রহণ করেন, তখন শিক্ষার্থীদের কাছে সততা ও নৈতিকতার যে শিক্ষাটি দেওয়ার কথা, তা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এই ধরনের ঘটনা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা, নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও আর্থিক শৃঙ্খলা—সবই প্রশ্নবিদ্ধ করে।

ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বক্তব্য

অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। তিনি বলেছেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলে অতিরিক্ত বেতন সরকারি কোষাগারে ফেরত আনা হবে এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে প্রশ্ন থেকে যায়—এই অনিয়ম পাঁচ বছর ধরে কীভাবে চললো? পর্যবেক্ষণ, অডিট ও তদারকি ব্যবস্থায় কি কোনো ঘাটতি ছিল? ইতিপূর্বে যারা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এমনকি শিক্ষা কর্মকর্তারা কি সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেননি এমন প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রধান শিক্ষকসহ ওই পাঁচ শিক্ষকের নিয়োগের ক্ষেত্রে যারা ভূমিকা পালন করেছেন তাদেরও এ জবাদদিহীতার মধ্যে আনতে হবে।

এই ঘটনার দ্রুত, নিরপেক্ষ ও কঠোর তদন্ত হওয়া জরুরি। কেবল অতিরিক্ত টাকা ফেরত আদায়ে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না; বরং এমন উদাহরণ তৈরি করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে কোনো শিক্ষক বা প্রশাসনিক ব্যক্তি জাল সনদ বা প্রতারণার আশ্রয় নেওয়ার সাহস না পায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নৈতিকতার চর্চার জায়গা। এখানে ভুয়া সনদ, বেতন জালিয়াতি এবং কর্তৃপক্ষের গাফিলতি—সব মিলিয়ে যে অস্থির চিত্র ফুটে উঠেছে, তা এখনই সংশোধন না হলে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

গাংনীর বিএনপিতে অভ্যন্তরিণ দ্বন্দ্ব জনস্বার্থকে ছাপিয়ে যায়

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি একটি গভীর সংকটের প্রতিচ্ছবি ।

দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর থেকেই গাংনীর রাজনৈতিক অঙ্গনে যে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি চলমান, তা কেবল স্থানীয় উত্তেজনা বাড়াচ্ছে না, বরং বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথেও বড় বাধা সৃষ্টি করছে। একদিকে মনোনীত প্রার্থীর ধানের শীষের জন্য ভোট

প্রার্থনা, অন্যদিকে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ—এই দুই বিপরীতমুখী স্রোত বিএনপির দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য এবং সংহতির ওপর একটি কঠিন প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলিতে মনোনয়নকে কেন্দ্র করে অসন্তোষ নতুন নয়। তবে গাংনীর ঘটনা কেবল সাধারণ ক্ষোভের প্রকাশ নয়; এটি একটি সুসংগঠিত বিদ্রোহ। দলীয় হাইকমান্ড সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনকে মনোনীত করার পরও, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের অনুসারীরা কঠোর অবস্থানে রয়েছেন। তাঁদের বিক্ষোভ মিছিল এবং মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি স্পষ্ট করে যে স্থানীয় নেতৃত্বে আস্থার ঘাটতি রয়েছে, যা দলের তৃণমূলের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের ঠিক আগে এই ধরনের বিভেদ জনমনে ভুল বার্তা দিচ্ছে এবং দলের মূল আদর্শ থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয়।

দেখা যাচ্ছে, আমজাদ হোসেন তার নির্বাচনী প্রচারে দলের ঘোষিত ‘৩১ দফা কর্মসূচি’ এবং তারেক রহমানের বার্তা নিয়ে ভোটারদের দুয়ারে যাচ্ছেন। এটি নিঃসন্দেহে দলের একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু যখন একই সময়ে দলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে রাস্তায় বিক্ষোভ করে, তখন সেই ইতিবাচক প্রচেষ্টা ম্লান হয়ে যায়।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মতো একটি মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে প্রয়োজন ইস্পাত-কঠিন সংহতি। একটি শক্তিশালী জনমত গড়ে তোলার কথা ছিল, কিন্তু অভ্যন্তরীণ কোন্দল সেই মূল্যবান সময় এবং সুযোগের অপচয় করছে। সাধারণ ভোটারদের মনে এই প্রশ্ন জাগাচ্ছে যে, যে দল নিজেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে পারে না, তারা কীভাবে দেশের শাসনভার গ্রহণ করবে?

বিএনপি হাইকমান্ডের উচিত এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে হালকাভাবে না নিয়ে দ্রুত এর সমাধান করা। হয় মনোনীত প্রার্থীকে সব পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে, অথবা বিচক্ষণতার সঙ্গে এমন একটি সমাধান খুঁজতে হবে যা উভয় পক্ষের নেতৃত্বকে সন্তুষ্ট করে এবং সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে নির্বাচনী মাঠে নামতে সাহায্য করে। দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে স্মরণ রাখতে হবে যে, ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, এবং দলের চেয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ সবার আগে।

গাংনীর চলমান পরিস্থিতি মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপির নির্বাচনী সম্ভাবনাকে ঝুঁকিতে ফেলছে। ধানের শীষের পক্ষে যে গণজোয়ারের

প্রত্যাশা করা হচ্ছে, তা কেবল তখনই সম্ভব যখন দল তার ভেতরের বিভেদ মিটিয়ে একটি একক ও শক্তিশালী ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করবে। যদি এই দোটানা অব্যাহত থাকে, তবে তা শুধু একটি আসনের পরাজয় নয়, বরং বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথেও একটি গভীর ক্ষত তৈরি করবে। সংহতি ফিরিয়ে আনাই এখন গাংনী বিএনপির জন্য একমাত্র অগ্নিপরীক্ষা।

সাধারণ মানুষের শঙ্কা ও উদ্বেগ দুর করতে হবে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঢেপা-পাঙ্গাসিপাড়ায় গভীর রাতে গোয়ালঘরের তালা ভেঙে দুটি গরু চুরির ঘটনাটি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর এক গভীর উদ্বেগের ছায়া ফেলেছে। মেহেরপুর প্রতিদিনসহ কয়েকটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারা যায়, মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে এমনকি শহরেও চুরির উপদ্রব বেড়েছে।

এ চুরির ঘটনায় এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ও শঙ্কায় পড়েছেন। ফলে কেবল শহরাঞ্চলই নয়, অপেক্ষাকৃত শান্ত গ্রামীণ জনপদও এখন সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের সহজ লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছে।

একটি কৃষিপ্রধান দেশে, একটি গরু কোনো সাধারণ সম্পত্তি নয়। এটি কৃষকের বছরের পর বছর ধরে সঞ্চিত মূলধন, জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন এবং বহু পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ভিত্তি। ঢেপা- পাঙ্গাসিপাড়ের মতো একটি গ্রামে যখন একটি এইড়ে (ষাঁড়) ও একটি গাভিন জাতের গরু চুরি হয়ে যায়, তখন কেবল দুটি প্রাণী হারায় না, বরং একটি বা দুটি পরিবার আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে।

এই কৃষকেরা প্রায়শই কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে বা ঋণ করে গরু কেনেন। গভীর রাতে সংঘটিত এই চুরির ঘটনা সেই কৃষকদের কেবল নিঃস্বই করে না, তাদের মনে এক ধরনের অসহায়তা ও নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয়। এই নিরাপত্তাহীনতা তাদের কৃষিকাজ থেকে শুরু করে সামগ্রিক জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

এই ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী

বাহিনীর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। গভীর রাতে যখন সংঘবদ্ধ চোরের দল একটি গোয়ালঘরের তালা ভেঙে চুরি করে, তখন বুঝতে হবে যে এলাকায় টহল ব্যবস্থা দুর্বল এবং চোরদের মনে আইনের ভয় কমে আসছে। অপরাধীরা যখন দ্রুত ধরা পড়ে না বা চুরি যাওয়া সম্পদ উদ্ধার হয় না, তখন তা অন্য অপরাধীদের উৎসাহিত করে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থার সংকট তৈরি করে।

স্থানীয় প্রশাসনের উচিত, এই ধরনের স্পর্শকাতর অপরাধের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া এবং এগুলোর পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

নিরাপত্তার এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শুধুমাত্র পুলিশি তৎপরতা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন সামাজিক প্রতিরোধ এবং গণ-সহযোগিতা। চুরি ডাকাতি রোধে প্রতিটি গ্রামে এখন সম্মিলিত উদ্যোগে রাত পাহারার (কমিউনিটি ওয়াচ) ব্যবস্থা জোরদার করা জরুরি।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মসজিদের ইমাম এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উচিত এই ধরনের উদ্যোগের নেতৃত্ব দেওয়া এবং প্রশাসনকে এ ব্যাপারে সহযোগীতা প্রদান করা। এর পাশাপাশি, প্রশাসনকে চোর চক্রের মূল হোতাদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। চুরি যাওয়া গরু উদ্ধারে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো কিছুটা হলেও স্বস্তি পায় এবং জনমনে আস্থা ফিরে আসে।

গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখতে হলে কৃষকের সম্পদ সুরক্ষিত রাখা অপরিহার্য। গরু চুরির ঘটনাটি সমগ্র গ্রামীণ জনপদের জন্য একটি সতর্কবার্তা।

এই শঙ্কা ও উদ্বেগ দূর করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। স্থানীয় প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সাধারণ নাগরিক—সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে গ্রামীণ জনপদে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে। কৃষকের চোখে শঙ্কা নয়, বরং তার পরিশ্রমে গড়া সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই হোক রাষ্ট্রের মূল অঙ্গীকার।

তথ্য বাতায়নের বিভ্রান্তি ও অসামঞ্জস্যতা দূর হোক

মেহেরপুর, বাংলাদেশের এক প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী জনপদ, যার রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস ও সংস্কৃতি। ব্রিটিশ আমল থেকেই এই অঞ্চলের সংবাদচর্চার ঐতিহ্য বিদ্যমান।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামের রিয়াজ উদ্দিন আহমেদের সম্পাদনায় ১৯৪৮ বঙ্গাব্দে ‘ইসলাম প্রচারক’ এবং ১৯১২ বঙ্গাব্দে ‘সুলতান’ নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার তথ্য এর ঐতিহাসিক গুরুত্বকেই তুলে ধরে। অথচ, বর্তমানে জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা হয়েছে যে, “মেহেরপুর একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী এলাকা হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে এখানে কোন দৈনিক বা পাক্ষিক পত্রিকা চালু নেই।”

এই বাক্যটির ঠিক নিচেই আবার ‘দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন’ এবং ‘দৈনিক আমাদের সূর্যোদয়’ নামের দুটি পত্রিকার তালিকা, তাদের সম্পাদক, ঠিকানা এবং যোগাযোগ নম্বরসহ দেওয়া আছে, যা বর্তমানে সক্রিয় হিসেবে প্রতীয়মান। এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য কেবল বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করে না, বরং স্থানীয় সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের গুরুত্বকে খাটো করে।

জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইট, সরকারি তথ্যের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে বিবেচিত। এমন একটি স্থানে পরস্পরবিরোধী তথ্য থাকা পেশাদারিত্বের অভাব এবং তথ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাকে নির্দেশ করে। একদিকে বলা হচ্ছে, কোনো দৈনিক বা পাক্ষিক পত্রিকা চালু নেই, অন্যদিকে দুটি সক্রিয় দৈনিকের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। এই অসঙ্গতি থেকে দুটি প্রশ্ন উঠে আসে: প্রথমত, উল্লেখিত পত্রিকা দুটি কি সত্যিই চালু আছে নাকি নেই? দ্বিতীয়ত, যদি চালু থাকে, তবে কেন ওয়েবসাইটে এমন ভুল তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে?

সংবাদপত্র একটি সমাজের দর্পণ। এটি স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং জনজীবনের প্রতিচ্ছবি বহন করে। মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে দুটি দৈনিক পত্রিকা চালু আছে, যা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এর একটি ‘দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন’ এবং অপরটি ‘দৈনিক আমাদের সূর্য়োদয়’। পত্রিকা দুটি নিয়মিত প্রকাশিত হয় এবং

মানুষের তথ্য চাহিদা পূরণ করে চলেছে, অথচ তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা বা ভুলভাবে উপস্থাপন করা গুরুতর ত্রুটি।

এই ধরনের তথ্যের অসামঞ্জস্যতা কেবলমাত্র স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীদের হতাশ করে না, বরং সাধারণ মানুষ, গবেষক এবং জেলার বাইরে যারা মেহেরপুর সম্পর্কে জানতে চান, তাদের মধ্যেও ভুল ধারণা তৈরি করে। এটি স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা ও গুরুত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। একটি জেলা প্রশাসনের দায়িত্ব হলো তার আওতাধীন সকল তথ্য নির্ভুল ও হালনাগাদ রাখা, বিশেষ করে যখন তা জনগুরুত্বপূর্ণ হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উচিত দ্রুত এই অসামঞ্জস্যতা দূর করা। ওয়েবপেজের প্রথম বাক্যটি সংশোধন করে সত্য তথ্য উপস্থাপন করতে হবে। এর ফলে তথ্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে এবং সরকারি ওয়েবসাইটের প্রতি জন আস্থা বাড়বে।

প্রশাসনিক দুর্বলতা, তথ্য ব্যবস্থাপনার ত্রুটি অথবা অসাবধানতা – যে কারণেই এই অসামঞ্জস্যতা থাকুক না কেন, এটি দ্রুত নিরসন হওয়া জরুরি। মেহেরপুরের গণমাধ্যম ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে এবং বর্তমানের সংবাদমাধ্যমগুলোকে সঠিক মূল্যায়ন করতে নির্ভুল তথ্যের কোনো বিকল্প নেই।

এই ছোট অসঙ্গতি হয়তো অনেকের চোখে নাও পড়তে পারে, কিন্তু এটি একটি বৃহত্তর চিত্রের অংশ যা তথ্যের সঠিকতা ও স্বচ্ছতার গুরুত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত এই বিষয়ে নজর দেবেন এবং মেহেরপুরের সংবাদপত্রের সঠিক চিত্র জনসম্মুখে তুলে ধরবেন।

আমাদের শিক্ষা খাতের জন্য ভয়ানক বার্তা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি জাতির মেরুদণ্ড, আর সেখানে যদি দুর্নীতির বিষবাষ্প ছড়ায়, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

সম্প্রতি মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, সাবেক মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিনয় কুমার চাকী, স্কুল পরিচালনা কমিটির সাবেক সভাপতি গোলাম মোস্তফা শান্তি ও সহকারী লাইব্রেরিয়ান আখিতারা খাতুনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে-যা দেশের শিক্ষা খাতের নৈতিকতা ও স্বচ্ছতার ওপর এক গুরুতর আঘাত।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, আখিতারা খাতুন একটি ভুয়া ডিপ্লোমা সনদ ব্যবহার করে চাকরি নেন এবং দীর্ঘ চার বছর যাবৎ সরকারি কোষাগার থেকে প্রায় ৮.৮২ লাখ টাকা বেতন নেন। শুধু তাই নয়, এই জালিয়াতিকে বাস্তবায়নে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা এবং স্কুল কমিটির সভাপতি সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন। এমন কর্মকাণ্ড কেবল আইনের লঙ্ঘনই নয়, বরং এটি শিক্ষার্থীদের মাঝে অনৈতিকতা, মিথ্যাচার ও প্রতারণার এক ভয়াবহ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

এই ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্ট যে, কিছু ব্যক্তি তাদের অবস্থান ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে পুরো একটি প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ধ্বংস করেছে। যেখানে শিক্ষকরা আদর্শ ও নৈতিকতার প্রতীক, সেখানে এমন লজ্জাজনক ঘটনা শিক্ষক নামধারী ব্যক্তিদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করে দেয়। আরও দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, স্থানীয় প্রশাসন বা শিক্ষা দপ্তর এতদিন এ ব্যাপারে কার্যকর কোনো নজরদারি করতে পারেনি, যার ফলে একটি জাল সনদধারী ব্যক্তি বছরের পর বছর বেতন তুলেছেন।

আমরা ধন্যবাদ জানাই দুর্নীতি দমন কমিশনকে, যারা তদন্ত করে যথাযথ তথ্যের ভিত্তিতে মামলাটি দায়ের করেছে এবং সত্য উদঘাটনের পথে এগিয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন আইনানুগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা। পাশাপাশি, শিক্ষা খাতের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল যাচাই-বাছাই, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়ানো জরুরি।

অন্যদিকে, এই ঘটনায় সাধারণ জনগণ, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদেরও সচেতন হওয়া উচিত। দুর্নীতি বা অনিয়মের খবর জানলে নির্ভয়ে অভিযোগ জানানো এবং প্রশাসনকে সহযোগিতা করা সামাজিক দায়িত্ব।

শেষ কথা হলো, শিক্ষার মতো পবিত্র অঙ্গনে যারা দুর্নীতি ছড়ায়, তাদের কোনো রকম সহানুভূতির সুযোগ নেই। একজন ভুয়া ডিগ্রিধারী শিক্ষক যেমন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ ধ্বংস করতে পারে, তেমনি তাকে

সহযোগিতা করা ব্যক্তিরাও সেই অপরাধে সমান অংশীদার। এই ধরনের অনৈতিকতার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র পরিচিত সভা

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির পরিচিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর সালোম গেস্ট হাউস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার সালোম চর্চ অফ মেহেরপুর এ এই জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির পরিচিত সভা আয়োজন করা হয়েছে।

জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগের বিএনপি’র সংগঠনিক সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) অনিন্দ্য ইসলাম অমিত।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগ বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ড, জেলা বিএনপির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ ও জেলা বিএনপি’র সদস্য সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন।

জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র যুগ্ন আহবায়ক আমিরুল ইসলাম, অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য ইলিয়াছ হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, আনছারুল হক, আব্দুল্লাহ, হাফিজুর রহমান, রেজাউল হক, জাকির হোসেন, আব্দুল হামিদ,খাইরুল বাশার, ওমর ফারুক, ফারুক হোসেন, আব্দুল আওয়াল, ইনছারুল হক, আলফাজ উদ্দিন কালু, মোছাঃ রোমানা আহম্মদ, আব্দুর রশিদ, মকবুল হোসেন মেঘলা, আখেরুজ্জামান, সাবেক পিপি ও সদস্য আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, মশিউর রহমান প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, সদস্য সচিব শহিদুল ইসলাম, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব

বাকাবিল্লাহ, গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব হারুনুর রশিদ বাচ্চু বিশ্বাস, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আনিসুল হক লাভলু, আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, সদর থানা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপ্নন, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, মোশিউল আলম দিপুসহ জেলার বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদকে কারাগারে নেওয়ার সময় ডিম নিক্ষেপ

সন্ত্রাস দমন আইন মামলায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন দোদুল ও তাঁর ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুলের তিন দিন করে এবং ও অপর একটি মামলায় ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের দুই দিন রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

সোমবার সকাল ১১ টা থেকে শুরু হয়ে ঘন্টাব্যাপী শুনানী শেষে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের বিচারক শারমিন নাহার এ আদেশ দেন। এদিকে, দুপুর ২ টার দিকে আদালত থেকে কারাগারে নেওয়ার বিক্ষুব্ধ জনতা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী ও বিএনপির কর্মীরা বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং সাবেক মন্ত্রীকে লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ করেন।
মামলায় সরকারি পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, কামরুল হাসান, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মানষ রঞ্জন ঘোষম সদর থানার ওসি জাহাঙ্গীর সেলিম এবং আসামি পক্ষে শফিকুল আলম, ইব্রাহিম শাহীন, কাজী শহিদুল হক আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

এদিকে, সাবেক মন্ত্রী, তাঁর ভাই ও ভগ্নিপতিকে আদালতে হাজির করার খবর পেয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী আদালত চত্বর ঘিরে রেখেছে। আদালত্ব চত্বরে অতিরিক্ত পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনী

মোতায়েন রয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর হামলায় একটি মামলার আসামি হিসেবে তিন জনের ৫ দিন করে রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সেলিম জাহাঙ্গীর।

আদালতে রিমান্ড শুনানির সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী পাবিলক প্রসিকিউটর (পিপি) আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, অ্যাড. কামরুল হসান, মারুফ আহম্মেদ বিজন এবং মোখলেছুর রহমান স্বপন উপস্থিত ছিলেন। একইসাথে আসামি পক্ষের আইনজীবী হিসেবে রিমান্ড না দেওয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন অ্যাড. খন্দকার আব্দুল মতিন, একেএম শফিকুল আলম, ইব্রাহিম শাহীন।

এদিকে রিমান্ড শুনানিকালে আদালত প্রাঙ্গেণে বিক্ষোভ করেন বৈষ্যম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও বিএনপি নেতাকর্মীরা। আসামিদের বিভিন্ন অপকর্ম তুলে ধরে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দাবি করেন তারা।

গত ৫ আগষ্ট মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর হামলার ঘটনায় সদর উপজেলার দরবেশপুর গ্রামের রাশেদুল ইসলাম সন্ত্রাস বিরোধী আইনে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। ওই মামলার প্রধান আসামি হিসেবে শ্যোন অ্যারেস্ট দেখিয়ে ২৯ জানুয়ারি রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মেহেরপুর নিয়ে আসা হয় ফরহাদ হোসেনকে। ১৪ সেপ্টম্বর রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে হত্যা মামলায় তাকে আটক করেছিল র্যাব। তার নামে রাজধানী ঢাকাতে বেশ কয়েকটি হত্যা মামলা রয়েছে। এছাড়াও মেহেরপুরে রয়েছে আরও কয়েকটি মামলা।

এর আগে গত ৩০ জানুয়ারি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলার দুটি মামলায় তাঁকে জেল গেটে শোন এ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে এবং একটি মামলায় রিমাণ্ডের আবেদন জানালে বিজ্ঞ বিচারক জেল গেটে দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছিলেন। ২ দিনের রিমান্ড শেষ ফের আদালতে তোলা হলে আদালত আবারও তিন দিনের রিমান্ড দেন।

ফরহাদ ও মৃদুলের তিন দিন, বাবলু বিশ্বাসের দুই দিনের রিমাণ্ড

সন্ত্রাস দমন আইন মামলায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন দোদুল ও তাঁর ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুলের তিন দিন করে এবং ও অপর একটি মামলায় ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের দুই দিন রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

সোমবার সকাল ১১ টা থেকে শুরু হয়ে ঘন্টাব্যাপী শুনানী শেষে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের বিচারক শারমিন নাহার এ আদেশ দেন।

মামলায় সরকারি পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, কামরুল হাসান, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মানষ রঞ্জন ঘোষম

সদর থানার ওসি জাহাঙ্গীর সেলিম এবং আসামি পক্ষে শফিকুল আলম, ইব্রাহিম শাহীন, কাজী শহিদুল হক আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

এদিকে, সাবেক মন্ত্রী, তাঁর ভাই ও ভগ্নিপতিকে আদালতে হাজির করার খবর পেয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী আদালত চত্বর ঘিরে রেখেছে। আদালত্ব চত্বরে অতিরিক্ত পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর হামলায় একটি মামলার আসামি হিসেবে তিন জনের ৫ দিন করে রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সেলিম জাহাঙ্গীর।

আদালতে রিমান্ড শুনানির সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী পাবিলক প্রসিকিউটর (পিপি) আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, অ্যাড. কামরুল হসান, মারুফ আহম্মেদ বিজন এবং মোখলেছুর রহমান স্বপন উপস্থিত ছিলেন। একইসাথে আসামি পক্ষের আইনজীবী হিসেবে রিমান্ড না দেওয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন অ্যাড. খন্দকার আব্দুল মতিন, একেএম শফিকুল

আলম, ইব্রাহিম শাহীন।

এদিকে রিমান্ড শুনানিকালে আদালত প্রাঙ্গেণে বিক্ষোভ করেন বৈষ্যম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও বিএনপি নেতাকর্মীরা। আসামিদের বিভিন্ন অপকর্ম তুলে ধরে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দাবি করেন তারা।

গত ৫ আগষ্ট মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর হামলার ঘটনায় সদর উপজেলার দরবেশপুর গ্রামের রাশেদুল ইসলাম সন্ত্রাস বিরোধী আইনে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। ওই মামলার প্রধান আসামি হিসেবে শ্যোন অ্যারেস্ট দেখিয়ে ২৯ জানুয়ারি রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মেহেরপুর নিয়ে আসা হয় ফরহাদ হোসেনকে। ১৪ সেপ্টম্বর রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে হত্যা মামলায় তাকে আটক করেছিল র্যাব। তার নামে রাজধানী ঢাকাতে বেশ কয়েকটি হত্যা মামলা রয়েছে। এছাড়াও মেহেরপুরে রয়েছে আরও কয়েকটি মামলা।

এর আগে গত ৩০ জানুয়ারি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলার দুটি মামলায় তাঁকে জেল গেটে শোন এ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে এবং একটি মামলায় রিমাণ্ডের আবেদন জানালে বিজ্ঞ বিচারক জেল গেটে দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছিলেন। ২ দিনের রিমান্ড শেষ ফের আদালতে তোলা হলে আদালত আবারও তিন দিনের রিমান্ড দেই।

কাল মেহেরপুর আদালতে তোলা হবে ফরহাদকে, জেলা কারাগারে হস্তান্তর

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুলকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে হস্তান্তর করা হয়েছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার তাঁকে মেহেরপুর আদালতে হাজির করানো হবে।

বুধবার (২৯ জানুয়ারি) রাত ৮ টা ১০ মিনিটের সময় তাকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের দায়ের করা একটি মামলায় হাজিরার জন্য ফরহাদ হোসেনকে মেহেরপুর জেলা

কারাগারে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুরের কোর্ট ইন্সপেক্টর মানষ রঞ্জন দাস।

আগামীকল ৩০ জানুয়ারি মেহেরপুরে বৈষম্য
বিরোধী ছাত্রদের দায়েরকৃত একটি জিআর
মামলায় তাকে আদালতে হাজির করা হবে।
মামলা নম্বর জিআর ২৭৭/২৪। ৫ আগস্ট
রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর মেহেরপুর
জেলাতে এখন পর্যন্ত ফরহাদ হোসেন
দোদুলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা
হয়েছে। এছাড়াও ঢাকায় একাধিক মামলা
রয়েছে।

এর আগে গত বছরের ১৪ সেপ্টম্বর রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছিল র্যাব।

টানা তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়নে নির্বাচনে অংশ নেন ফরহাদ হোসেন। ফরহাদ হোসেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। এর আগে তিনি এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। আর দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ফরহাদ হোসেন ১৯৭২ সালের ৫ জুন মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর সদর উপজেলার বোসপাড়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান সভাপতি। ২০১৪ সালে নৌকা প্রতীক নিয়ে মেহেরপুর-১ আসনে জয়লাভ করেন। পরে ২০১৮ সালে জয়লাভ করলে বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পান।

মুজিবনগরে কৃষকদলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের উদ্যোগে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ কৃষক জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার লক্ষে সারাদেশে তিন মাস ব্যাপী ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সমাবেশের অংশ হিসেবে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন কৃষকদলের উদ্যোগে গতকাল শনিবার বিকাল ৪ টায় মুজিবনগর উপজেলার মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসা চত্তরে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি রহিত মন্ডলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি‘র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহসভাপতি আজিমউদ্দীন গাজী, জেলা যুবদলের যুগ্নআহবায়ক মেহেদী হাসান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক আরমান আলী, যুগ্নআহবায়ক ও সাবেক ইউপি সদস্য রমজান আলী, সদস্য সচিব কুনুত আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহসভাপতি আজিমউদ্দীন গাজী প্রমুখ। সমাবেশটি পরিচালনা করেন জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আব্দুল হামিদ।